ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

<u>স-৩৭৩৫</u>

আগরতলা,১২ নভেম্বর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

"ঊনকোটি জেলায় ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে উদ্বেগ" এই শিরোনামে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায়, "শীতেও বাড়ছে ডেঙ্গি" এই শিরোনামে ১২ নভেম্বর, ২০২৫ প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলি ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদগুলি আংশিক সত্য। গত ১০/১১/২০২৫ তারিখে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে ডেঙ্গু (এন.এস.-১ টেস্ট কিট পজিটিভ) নিয়ে জ্বরে আক্রান্ত ১৩ জন রোগী শনাক্ত হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশনায় গঠিত এক প্রতিনিধি দল আক্রান্ত এলাকাগুলিতে খোঁজ খবর নিয়েছেন। আক্রান্ত ১৩ জন রোগীর মধ্যে ১০ জন ইনডোর পেশেন্ট (আই.পি.ডি.) এবং ৩ জন আউটডোর পেশেন্ট (ও.পি.ডি.)। ভর্তি হওয়া রোগীরা মূলত দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজ, সাতলাং, কালাইগিরি গ্রাম (মুরাইবাড়ি পি.এইচ.সি-এর অধীনে) এবং শ্রীরামপুর গ্রাম (সমরুরপার পি.এইচ.সি-এর অধীনে) থেকে এসেছেন। তদন্ত দল দেওরাছড়া, সাতলাং, কালাইগিরি, মূর্তীছড়া এবং ভদ্রপল্লী গ্রাম পরিদর্শনের পর মাত্র ২টি নতুন জ্বরে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করে, কিন্তু তাদের র‍্যাপিড টেস্ট কিটে (এন.এস.-১) নেগেটিভ আসে। এর থেকে বোঝা যায়, জনসাধারণের মধ্যে ডেঙ্গুর সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সমস্ত এলাকায় মশা প্রজননের উৎস নষ্ট করার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। আক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে সাইলুথ্রিন আই.আর.এস. (ইন্ডোর রেসিডিউয়াল স্প্রে) করা হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও মশা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতন করতে মাইকিং চলছে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে স্থানীয় স্তরে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। আক্রান্ত গ্রামগুলিতে মোট ৫টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আশা কর্মী এবং এম.পি.ডব্লিউ.-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধের বার্তা ও মশা নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিয়ে সচেতনতা প্রচার করছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু পজিটিভ সকল রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁদের স্বাস্থ্য স্থিতিশীল এবং ক্রমশ উন্নতির দিকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নজরদারি এবং সচেতনতা কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালু থাকবে।

*****